The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

ইমাম খোমেনির কবিতায় নৈতিক মূল্যবোধ

[Moral Values in Imam Khomeini's Poetry]

Dr. Md. Kamal Uddin
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Tahmina Begum
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:
Received : 17 June 2025
Received in revised: 03 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Imam Khomeini, Poetry, Moral Values.

ABSTRACT

Imam Khomeini's poetry is a profound testament to the ethical vision of a spiritual thinker who sought to merge faith, philosophy, and human responsibility. His poems are often infused with mystical symbolism, they are equally grounded in a powerful moral consciousness that addresses the ethical dilemmas of both the individual and society. Imam Khomeini's poetry focuses his emphasis on truthfulness, justice, sincerity, self-awareness, resistance to oppression, and the ethical duty toward humanity. He critiques moral decay, egotism, and materialism, offering instead a poetic worldview that encourages integrity, humility, and social responsibility through lyrical expression. His verses reveal an intrinsic call for moral reform—not only of the self but of the collective conscience. By engaging with both classical Persian poetic forms and contemporary moral questions, Imam Khomeini constructs a poetic discourse that bridges personal ethics with universal human values. The article contends that Khomeini's poetry should be read not only as mystical reflection but as a subtle yet powerful tool for ethical awakening in the modern world.

ভূমিকা

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-মুসাভি আল-খোমেনি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা। বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক এবং ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহানায়ক। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, আধ্যাত্মিক নেতা এবং প্রতিভাবান আধুনিক সুফিকবি। ইমাম খোমেনির ভাবনার আকাশজুড়ে ছিলো মহান রবের প্রতি ভালোবাসার অনুপম প্রকাশ। তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তার গভীরে ডুবে গিয়ে রচনা করেন ফারসি কবিতা। যা মানুষের জীবনকে সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বিবেচনার মানদণ্ড নিরূপণে সাহায্য করে। কবিতার ছন্দে ছন্দে সুপ্ত রয়েছে চিরায়ত প্রেমের অনুভবের ছোঁয়া। ঐশীভাবনার গহিনে ডুবে যায় মানুষের অন্তর। পার্থিব চাওয়া পাওয়ার মোহ খুবই গৌণ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক ভাবনা প্রবল হয়ে জীবনকে আলোকিত করে তোলে। পরকালীন জবাবদিহির অনুভূতি, সৃষ্টিরহস্য, পার্থিব অসারতা, অপরের কল্যাণ কামনা, ঐশীপ্রেমের পরশ এবং সত্য ও ন্যায়ের ভাবধারায় উচ্চকিত তার কবিতা। অনাবিল জীবনের হাতছানিতে আশার আলো জ্বলে ওঠে মানুষের হৃদয়কাননে। আর মূল্যমানের চেতনায় আলোকিত হয়ে ওঠে জীবনের পথচলা।

ইমাম খোমেনির জীবন ও কর্ম

ইমাম খোমেনি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে (১ মেহর ১২৮১ ইরানি সাল) তেহরান থেকে ২২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে 'খোমেইন' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার মূল নাম রুহুল্লাহ্ এবং বংশীয় উপাধি মুসাভি। পূর্ণ নাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-মুসাভি আল-খোমেইনি। ইমাম খোমেনির পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। ইমামের পিতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুস্তফা মুসাভি এবং মায়ের নাম হাজেরা। পিতামাতা উভয়ই ছিলেন আলেম পরিবারের সন্তান। বিশেষত তার পিতা ইরান ও ইরাকের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুজতাহিদ হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন।[১]

শৈশবেই খোমেনি পিতাকে হারিয়ে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেন। তিনি শৈশব থেকেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জীবনের প্রথম ১৭ বছর নিজ জন্মভূমি তার জন্মস্থান খোমেইনে অতিবাহিত হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি

উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায় আরাক শহরে গমন করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আয়াতুল্লাহ আবুল করিম হায়েরির সাথে আরাক ছেড়ে কোমে চলে আসেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা পবিত্র নগরী কোম-এ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কোম নগরীতে ইমাম হজরত আদিব তেহরানির কাছে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেও সাইয়্যেদ ইয়াসরিবের সাথে আয়াতুল্লাহ হায়েরির *'দারসে খারিজ'* (গবেষণা) পর্যায়ের ক্লাসে যোগ দেন। এছাড়াও তিনি মির্জা মুহাম্মদ আলি শাহাবাদির কাছে তিনি রহস্যবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে খোমেনির নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কোম নগরীতেই আরম্ভ হয় তার শিক্ষকতা জীবন। তার দর্শন চিন্তা ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি ইসলামি আইনশাস্ত্র বিষয়েও শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তিগত উদ্যেগে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে ইরফান ও দর্শন শাস্ত্রও শিক্ষা দিতেন।

ইমাম খোমেনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জীবনের প্রথম ২০ বছর তিনি অধ্যয়নে ব্যয় করেন। আর ২৭ বছর বয়সে আয়াতুল্লাহ হাজী সাকাফি তেহরানির কন্যা খাদিজার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইমাম খোমেনি *আসফার* (অধিবিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ)-এর গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং কোম ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে *কাশফুল আসরার* বা গোপন তথ্য আবিষ্কার নামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে জাতীয়তাবাদ ও নৈতিক চেতনার বিষয়াবলি বিধৃত হয়। তিনি ইসলামি বিপ্লবের একজন মহান নেতা হওয়ার পাশাপাশি তার মনোজগতে ছিলো কবিপ্রতিভার দীপ্তি। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত দিওয়ানের মাধ্যমে একজন প্রতিভাবান কবির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরবি-ফারসি ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তার আধ্যাত্মিক রচনার মধ্যে *তাফসিরে সূরায়ে হামদ*, *সেররুস সালাত*, *আদাবুস সালাত*, *বাদেয়ে এশক* ও *রাহে এশক* বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আরবি ভাষায় রচিত *আদাবুস সালাত* গ্রন্থটিতে নামাজের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের বিষয় স্থান লাভ করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তার জনগণের প্রতি যে আদেশ-উপদেশ, বক্তব্য সাক্ষাৎকার তারই সম্বলিত রূপ *ছহিফায়ে নূর* নামে প্রকাশিত হয়।[২] এটি ছিলো খোমেনির বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইমাম খোমেনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৈদেশিক প্রভাব বলয় থেকে ইরানকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন ইসলাম ছাড়া ইরানের মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতে পারে। তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের প্রধান আয়াতুল্লাহ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। একইসাথে ইরানের ইসলামি নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় ভূষিত হন। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য স্বৈরতন্ত্রের অবসানে রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তার এই গণমুখী ভূমিকায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্বৈরাচারী রেজা শাহ সরকার ইমামসহ ইসলামি নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দি করেন। শুধু তাই নয় তারা এই বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র ফয়জিয়া মাদ্রাসায় বার বার হামলা করে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক ও সমর্থকদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালান। শাহ তার 'সাভাক' নামক গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইমামের অনুসারীদের হত্যা, গুম ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এমনকি নৃশংসতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ইমামের বক্তব্য শুনতে আসা হাজার হাজার জনতার ওপর নির্বিচারে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে প্রায় ১৫০০ জন শহিদ হন। এই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ৩ জুন ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। সভ্যতার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। তদুপরি ইমাম তার অনুসারীদের সবরের শিক্ষা দেন। ধৈর্য ধারণ করতে বলেন এবং মিশনকে এগিয়ে নিতে উৎসাহ দেন।

রেজা শাহের বাহিনির অত্যাচার নিপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি ১৯৬৪ খ্রষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর বুধবার ইমামকে তুরস্কের ইজমিরে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবরে তিনি ইরাকের নাজাফ শহরে প্রেরিত হন। বন্দি থেকেও তিনি থেমে থাকেননি। তিনি সেখানকার লোকদের সহযোগিতায় শাহ বিরোধী প্রচারপত্র, টেপ রেকর্ডে বাণীবদ্ধ ভাষণ এবং নির্দেশনা ইরানের মানুষের কাছে পাঠাতে থাকেন। নির্বাসিত ইমামের নির্দেশ সম্বলিত ক্যাসেট জনতাকে আরো উদ্দীপ্ত করে তোলে। শত সহস্র মানুষ স্বেচ্ছায় শাহের সৈন্যদের গুলিতে শাহাদাত বরণ করতে থাকে। সাধারণ জনতা শাহের সকল নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে। শাহ আরো নির্মমতার পরিচয় দিতে ক্যাপিচুলেশন আইন পাশ করেন, যা জনস্বার্থের পরিপন্থী। ফলে ইরানের আপামর জনগণ একটি বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছে যায় যে ইসলামি বিপ্লবের কোনো বিকল্প নেই। অবশেষে সকল বাধার পাহাড় মাড়িয়ে অনেক রক্তের বিনিময়ে ইরানের জনগণ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সফল ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়।[৩] ইমাম খোমেনি প্রবাস জীবন কাটিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি ইরানের মেহর আবাদ বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। বিপুল জনতা তাদের প্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রাহবার হিসেবে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মর্যাদায় আসীন হন। মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির মাত্র ১১ দিন পর ৩ জুন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে তেহরানের একটি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

ইমাম খোমেনির কবিতায় নৈতিক মূল্যবোধ

ইমাম খোমেনি ফারসি কবিতাভুবনের অন্যতম প্রতিভা। আর ক্লাসিক ফারসি কবিদের ধারাক্রমেই নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। এ পদ্ধতির কবিদের মধ্যে হাকিম সানায়ি, আবুল কাসেম ফেরদৌসি, জালাল উদ্দিন রুমি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, নিজামি গাঞ্জুবি, শেখ সাদি, ওমর খৈয়াম, হাফিজ শিরাজি, খাজু কেরমানি এবং ইমাম খোমেনির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমাম খোমেনি ক্লাসিক ধারায় কবিতা লিখলেও তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তাশীল একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ। তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ হলো *দিওয়ান-ই-ইমাম*। এতে তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অনুভূতিগুলো শিল্পীতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে ১৫০টি গযল, ১১৭টি রুবাই, ৩টি কাসিদা, ২টি মুসাম্মাত, ১টি তারজিবান্দ এবং ৩১টি কেতআ জাতীয় কবিতা।[৫] তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত এ গ্রন্থ পেয়ে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হন। পুত্রবধু ফাতিমা তাবাতাবায়ির অনুরোধেই রচিত হয় এ গ্রন্থ। রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতার সঙ্গে সঙ্গে কবিপ্রতিভার এক অনুপম নিদর্শন *দিওয়ান-ই-ইমাম*।

ইমাম খোমেনির কবিতায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের চেতনা দীপ্যমান। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে সহায়তা করে। নৈতিকতা শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়; বরং এটি সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক মহলেও সমভাবে প্রজোয্য। নৈতিকতা বিশ্বব্যাপী মানবতার জয়গান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসেবেও বিবেচ্য। দেশ-কাল, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এর আবেদন সর্বজনীন। ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের কল্যাণ এবং উন্নতি কামনার ধ্বনি অনুরণিত হয় কবিতার ছন্দে ছন্দে। আধুনিক ফারসি কবিতায়ও এ চিরায়ত ভাবনা উচ্চরব হয়ে ওঠে। নৈতিক মূল্যমানের বিকাশে যেসব বিষয় অগ্রগণ্য তা হলো পরকালীন জবাবদিহির ভাবনা, সত্য ও ন্যায়ের অনুভূতি, সৃষ্টিজগতের রহস্য, আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা, ক্ষমা প্রদর্শন, উদারতা, কল্যাণ কামনা, অল্পে তুষ্টি ও সাধারণ জীবন, আল্লাহর সন্তোষ লাভের বাসনা, বিনয় ও নম্রতা এবং ঐশীপ্রেমের ছোঁয়া প্রভৃতি। এসবের মিশেলে জীবন ধাবিত হয় সত্য ও সুন্দরের প্রতি। জীবন ভরে ওঠে ন্যায়ের ঐশ্বর্যে।

পরকালীন জবাবদিহির ভাবনা

মহাজাগতিক ভাবনা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনকে সত্যের প্রতি ধাবিত করে। অন্যায় ও অনাচার থেকে দূরে রাখে। মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত করে। পরকালীন জবাবদিহির ভাবনায় জীবন উন্নত হয়। কেননা মহান আল্লাহর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। হিসেবের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। এসব ভাবনার প্রতিফলন ঘটে ইমাম খোমেনির কবিতায়। বিবেকের প্রতি দায়বোধ থেকেই মানুষ সততা ও নিষ্ঠার অনুসরণ করে থাকে। আর এটি মহাজাগতিক ভাবনার প্রাবল্যের মাধ্যমে আরও অধিক শাণিত ও শোভিত হয়। মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের অনুভূতি দৃঢ় হয়ে ওঠে পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি থেকেই। কেননা দুনিয়ায় অনেক কিছু কৌশলে এড়িয়ে যাবার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মহান রবের কাছে গোপন করে অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে পরার সুযোগ নেই। এই পরকালীন অনুভবের চেতনা প্রকাশ পায় খোমেনির কবিতায়।

تا که از جسم و روان بر تو حجاب است حجاب * خود نبینی به همه جسم و روان، حاکم اوست
من چه گویم که جهان نیست بجز پرتو عشق * ذوالجلالی است که بر دهر و زمان حاکم اوست[৬]

যতক্ষণ দেহ ও প্রাণ তোমার উপর পর্দা হয়ে থাকে সেটিই প্রকৃত আবরণ
দেহ ও প্রাণকে দেখতে পাবে না তুমি; তিনি রাজা সর্বত্র।
আমার কীইবা বলব? জগৎ প্রেমের প্রতিবিম্ব ছাড়া কিছুই নয়
তিনি মহামহিম, সকল যুগ ও কালের চালক একমাত্র তিনিই।

সত্য ও ন্যায়ের অনুভূতি

সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনি ছিলেন ইস্পাত কঠিন। কেননা কোরআন ও হাদিসের মর্মবাণী ছিলো তার ধমনীতে বহমান। তার ভাবনার আকাশজুড়ে দীপ্যমান ছিলো মহানবির ন্যায় ও সত্যের অনুপম আদর্শ। আর একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকসহ সবক্ষেত্রে ন্যায়ের পক্ষে হবেন অনড়। এটি মানুষের একটি উন্নত গুণ। চলমান জীবনে পক্ষপাতহীন চলতে পারলেই ইমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। সমাজকে সুষ্ঠু ও শান্তিময় আবাসভূমিতে পরিণত করতে ন্যায়ের পক্ষে থাকাটা জরুরি। ইমাম তার পুরো জীবনে সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। এমনকি কোনো পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে পরোয়া করেননি। প্রতিকূলতার সব বাধা মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন আপন গতিতে। তার ভাবনায় বহমান ছিলো ন্যায়ের দ্যুতি। যা সব লোভাতুর চিন্তার মর্মমূলে আঘাত হানে প্রবলভাবে। আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলে সত্যের সৌরভময় পথ পরিক্রমায়। ইমাম খোমেনির ভাষায়,

ما را رها کنید در این رنج بی حساب * باقلب پاره و با سینه ای کباب
عمری گذشت در غم هجران روی دوست * مرغم درون آتش و ماهی برون آب[৭]

আমাদের ছেড়ে দাও এ সীমাহীন দুঃখের সাগরে
যেখানে অন্তর বিরহে কাতর ও বক্ষ পুড়ে কাবাব।
এ জীবন কেটে গেলো প্রিয়তমের বিরহ-যাতনায়;
আর আগুনে জ্বলা পাখি ও ডাঙায় ছটফট মাছের ন্যায়।

সৃষ্টিজগতের রহস্য

সৃষ্টিজগতের রহস্যজাল উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা মানুষের নিরন্তর। মহাবিশ্বের সব কিছুতেই লুকিয়ে আছে মহান স্রষ্টার বিশেষ নিদর্শন। আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি সৃষ্টির মূলে তাঁরই অনুপম রহস্যের প্রকাশ। কবিরা এই রহস্যভেদ প্রকাশের অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছেন যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীর সব ভাষা ও দেশের কবির ভেতরে এই অনুভবের ছোঁয়া পরিদৃষ্ট হয়। কেউবা মনে করেন এসবের প্রয়াস অনর্থক। আবার কেউবা তাদের চেষ্টায় এগিয়ে যান আপন গতিতে। কিন্তু কালের কপোলতলে এ রহস্য যেন অনুদঘাটিতই থেকে যায়। আর কবিরা নিজ নিজ ভাবনায় তা প্রকাশে উপমার প্রয়োগ ঘটান। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকতার বেড়াজালে সব একাকার হয়ে যায়। খ্যাতিমান ফারসি কবিরাও এ দ্ব্যর্থ ভাবনায় বিভোর হয়েও যেন অপারগ হয়ে ফিরে আসেন আপন ভুবনে। ইমাম খোমেনিও এই রহস্য খোলার চেষ্টায় এগিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত করেন। কবিকণ্ঠে অনুরণিত হয়,

چاره از دوری دلبر نبود لب بربند * که غلام در او بنده نواز است هنوز
راز مگشای مگر در بر مست رخ یار * که در این مرحله او محرم راز است هنوز[৮]

প্রিয়তমের বিচ্ছেদে নিরূপায় হয়ে বাক রুদ্ধ প্রায়
তার দরজার গোলাম এখনও সাদর সম্ভাষণে উদ্যত।
রহস্য প্রকাশ্য করো না কেবল বন্ধুর চেহারার মত্ততা ছাড়া
কেননা এই পথ পরিক্রমায় রহস্যময় সবই বিশেষ আমানত।

গর্ব-অহংকার পরিহার

গর্ব ও অহংকার মানুষের সৎকর্মে যেন ঘি ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মানুষের মনের ভেতরে যখন অহংকার বাসা বাধে তখন অন্যকে মর্যাবান মানুষ ভাবতে ভুলে যায়। নিজেকেই শুধু মহান ভেবে অন্যের অধিকার হরণে হিংস্র হয়ে ওঠে। ভেতর জগতের পরিশীলিত গুণগুলো একে একে বিদূরিত হয়। লোভাতুর চোখগুলো আরও বড় হতে থকে। চাওয়া-পাওয়ার জিহ্বা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে। লাগাম টেনে ধরার ক্ষমতা যেন আর থাকে না। একে একে চলতে থাকে অন্যায় অপকর্মের ধারা। আর ইমাম খোমেনি চলেছেন সম্পূর্ণ আলাদা পথে। তার কবিতায় অনুরণিত হয় মানবীয় নৈতিক গুণের উচ্ছ্বাস। যেখানে আমিত্বের অহমিকা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। ইসলামের শাশ্বত আদর্শই উচ্চরব হয়ে ওঠে কবিতার ছন্দে ছন্দে। বিনয়ের ভেতরই দীপ্তিময় হয় মানুষের মর্যাদা; গর্ব-অহংকারে নয়। কবির ভাষায়,

تا چند در حجابید ای صوفیان محجوب * ما پرده ی خودی را در نیستی دریدیم
ای پرده دار کعبه بردار پرده از پیش * کز روی کعبه ی دل ما پرده را کشیدیم[৯]

আর কতকাল আড়ালে ঢেকে রাখবে নিজেদের অবয়ব
আমরা তো আমিত্বের পর্দা অস্তিত্বহীনতার পথে ছিড়ে ফেলেছি।
কাবার পর্দারক্ষক! তুমি পর্দা সরিয়ে দাও
কেননা হৃদয় কাবার পর্দা ইতোমধ্যে সরিয়ে দিয়েছি।

পার্থিব অসারতা

জাগতিক আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পার্থিব চাওয়া পাওয়ার মোহে তারা প্রতিনিয়ত ছুটে চলে প্রতিযোগিতামূকভাবে। এ ঘোড়া যেন লাগামহীনভাবে এগিয়ে চলে। একে আটকে রাখার ক্ষমতা যেন মানুষের নাগালের বাইরে। মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে মানুষ জীবন-যৌবন সবই নিঃশেষ করে দেয়। আর এই ভাবনায় ডুবে ডুবেই একদিন বিদায় ঘণ্টা বেজে যায়। তখন মনে হয় কার জন্য এসব আয়োজন। কিছুই তো আমার নিজের বলে অবশিষ্ট নেই। ইমাম খোমেনি তার জীবনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরেন কবিতার ছন্দোবদ্ধ শৈলীর পরশে। কেননা জীবনের সব বৈষয়িক জ্ঞানার্জন আর ক্ষমতার দাপট কিছুই কারো উপকারে আসে না। নিত্যদিনের সঙ্গীরাও কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। পার্থিব পড়াশোনা আর গ্রন্থের পাহাড় সবই মূল্যহীন। মহাগ্রন্থ আল কোরআনকেই তিনি সব জ্ঞানের

আকর এবং অনুসরণীয় হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পান।[১০] কেননা প্রকৃত সত্যের জ্ঞানই মৌলিক আর বাকি সবই অসার। সত্যের আলোময় জীবন লাভে এগুলো কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কবি বলেন,

از درس و بحث مدرسه ام حاصلی نشد * کی می توان رسید به دریا از این سراب
هرچه فرا گرفتم و هرچه ورق زدم * چیزی نبود غیر حجابی پس از حجاب[১১]

বিদ্যালয়ের পাঠে বিড়ম্বনা ছাড়া কিছুই হাসিল হলো না আমার
কেই বা পারবে এই মরীচিকা থেকে পৌঁছাতে সাগরের পানে।
যা কিছু শিখেছি আর পাতা উল্টায়েছি জীবনভর
পর্দা আর পর্দার অন্তরাল কিছুই ছিলো না।

আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা

জীবনের পথ মসৃণ নয়; কাঁটায় পূর্ণ। জীবনের পদে পদে দেখা যায় অনেক বাধার পাহাড়। অথচ দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় মানুষকে জীবনের প্রতিকূলতা জয়ের প্রেরণা জোগায়। আর আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সাথে গতিশীল জীবনযাপনের মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। নতুন পৃথিবী ও শান্তির নীড় গড়ে তোলার সুযোগ অবারিত হয়। কবিরা তাদের লেখনীতে মানুষের অন্তর্গত ভাবনাকে আরও শাণিত করার প্রয়াস পান। আত্মপ্রত্যয় মানুষের মনে কল্যাণের প্রতি ধাবিত হবার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। এ পথে চলতে গিয়ে কোনো পার্থিব শক্তিকে ভয় করার অবকাশ নেই। একমাত্র আল্লাহর উপর আস্থাশীল হয়েই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এ কাজটিই ইমাম খোমেনি করেছেন জীবনভর। তার বক্তৃতা ও রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতায়ও এই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেন,

عاشق دوست ز رنگش پیداست * بی دلی از دل تنگش پیداست
نتوان نرم نمودش به سخن * این سخن، از دل سنگش پیداست
از در صلح برون ناید دوست * دیگر امروز ز جنگش پیداست[১২]

প্রেমিকের আকুলতা তার রঙেই দীপ্যমান
ভাঙা হৃদয় যেন জীবনকে ব্যর্থ করে তোলে।
কথার ফুলঝুড়িতে ভোলানো সহজ নয় কিছুতেই
এ তো আজ তার ভেতরটা দেখেই ধরা যায়।
আজকে সুহৃদ আপষের পথে আসবে না কোনোকালে
যুদ্ধংদেহী মনোভাব দেখেই সবকিছু স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমানত রক্ষা

আমানতদারিতা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। ইসলামের বিধানানুসারে মানুষের জীবন ও তার সব উপকরণের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ কখনো কথা, কখনো সম্পদ, আবার কখনো একান্ত গোপনীয় বিষয় অপরের কাছে আমানত রাখে। যা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা কোনোভাবেই সঠিক নয়। সেই আমানতদারিতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন ইমাম খোমেনি। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে মানুষের সবকিছু আমানত হিসেবে অনুভব করেন এবং তার শিষ্যদেরসহ পুরো জাতিকে এ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন কারিমে ইরশাদ করেন, 'এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।'[১৩] ইমাম খোমেনির ভাষায়,

چشم بیمار تو ای می زده بیمارم کرد * حلقه ی گیسویت ای یار گرفتارم کرد
سرو بستان نکویی، گل زار جمال * غمزه ناکرده ز خوبان همه بیزارم کرد[১৪]

তোমার ব্যথিত নয়ন আমাকে বেদনায় কাতর করে তুলেছে
হে সুহৃদ! তোমার অলকদানে শিকল বন্দি করে ফেলেছে আমাকে।
সুন্দর কাননের চিরহরিৎ বৃক্ষ সুন্দরের পুষ্পবনের ফুল তুমি
চোখের প্রেমময় চাহনি আমাকে সুন্দরীদের থেকে নিরাসক্ত করেছে।

একতা ও ভ্রাতৃত্ব

একতা ও ভ্রাতৃত্ব মানুষের জীবনকে উন্নত ও মহীয়ান করে তোলে। ইসলামের চিরায়ত সৌন্দর্যে বর্ণ, ভাষা, গোত্র অঞ্চলের কোনো প্রাধান্য নেই। মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভীতির মানদণ্ডে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয়। একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে জাগ্রত জাতিকে কেউ পরাভূত করতে পারে না। সকল অন্যায় অবিচারের বিপ্রতীপে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ

প্রয়াস চালানো অপরিহার্য। ইসলামে শিয়া-সুন্নির ভেদাভেদের কোনো সুযোগ নেই। মুসলমান হিসেবে সবাই পরস্পর ভাই ভাই। ইমাম খোমেনি জীবনব্যাপী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আন্তরিক ভালোবাসার পরশেই ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব। ইমাম খোমেনির ভাষায়,

بی هوای دوست، ای جان دلم، جانی ندارم * دردمندم، عاشقم، بی دوست، درمانی ندارم
آتشی از عشق در جانم فکندی، خوش فکندی * من که جز عشق تو آغازی و پایانی ندارم [১৫]

হে আমার প্রাণ! বন্ধুর ভাবনায় আমি তো দিশেহারা
ব্যথিত হৃদয় আমার, বন্ধু ছাড়া নিরাময় কোথায় পাই।
এশকের অনলে পুড়ছে হৃদয়, এতেই আমার সকল সুখ
তোমার ভালোবাসা ছাড়া জীবনের শুরু-শেষ কিছুই নেই।

অল্পে তুষ্টি ও সাধারণ জীবন

পৃথিবীর বুকে মানুষের ধনসম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এক সহজাত প্রবৃত্তি। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা অর্জন খুবই আবশ্যক। অতিরিক্ত সম্পদ ও লোভ-লালসা মানুষের জীবনকে কখনো স্বস্তি ও প্রশান্তি দিতে পারে না। তাই আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে দৃঢ় ও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা কোরআন কারিমে ঘোষণা করেন, 'আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না। আর তাদের ব্যয় করা এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথে হয়ে থাকে।'[১৬] জীবন এক মহামূল্যবান নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জীবন চলার পথ দেখিয়েছেন, সে পথে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। সুখের সময় মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। আর বিপদে পড়লে সবাই মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করে না। ইমাম খোমেনির কণ্ঠে অনুরণিত হয়,

از هستی خویشتن گذر باید کرد * زین دیو لعین، صرف نظر باید کرد
گر طالب دیدار رخ محبوبی * از منزل بیگانه سفر باید کرد [১৭]

নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য
অভিশপ্ত দৈত্যের হাত থেকে পরিত্রাণ একান্ত কাম্য।
প্রিয়তমের সান্নিধ্যের প্রত্যাশী হও তুমি
অন্যদেশের আবাস ছেড়ে প্রকৃত সফরের উদ্যোগই মূল কথা।

বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের অনুপম প্রকাশ। উত্তম চরিত্র আত্মাকে প্রশান্তিময় ও বাহ্যিক কার্যক্রমকে করে সুশোভিত। অপরদিকে অহংকার, দম্ভ ও ক্রোধ মানুষের সৎ গুণাবলির অবসান ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ করে দেয়। এতে সমাজে ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। আর সামাজিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বিনয় ও নম্রতার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলার বাণী, 'হে নবি, নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন। সৎকাজের উপদেশ দান করতে থাকুন এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলুন'।'[১৮] ইমাম খোমেনির কবিতায় মূল্যবোধের অনুভবের চিত্র পরিদৃষ্ট হয়।

ذرات جهان ثنای حق می گویند * تسبیح کنان لقای او می جویند
ما کور دلان خامششان پنداریم * با ذکر فصیح، راه او می پویند [১৯]

আল্লাহর প্রশংসায় রত জগতের অনু পরমানু
পবিত্রতার জয়গান গেয়ে তাঁর সাক্ষাৎ খুঁজে বেড়ায়।
অন্ধ হৃদয়ের অধিকারী মোরা ভাবি তাদের নীরব চুপচাপ
তাঁর পথে চলে তারা পরিশুদ্ধ হৃদয়-মনে।

অনুশোচনার ভাবনা

এই পৃথিবীতে মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার কোনো অবকাশ নেই। ক্ষণিকের এই ভুবনে মহান আল্লাহর সন্তোষ লাভের প্রত্যাশা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে ধাবমান করতে পারে। জীবন চলার পথে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা ক্ষীণ নয়। যে কোনো ভুলের সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনার অনুভূতি তাকে সত্যের প্রতি ধাবিত করে। তওবা বা অনুশোচনার মাধ্যমে ক্ষমা লাভের সুযোগ সবার জন্য অবারিত। আল্লাহ তাঁর এই বান্দার প্রত্যাবর্তনে সবচেয়ে বেশি খুশি হন। তিনি সবার জন্য এ সুযোগ

সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে কেউ যে কোন সময় আল্লাহর কাছে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। আল্লাহর রহমতের ডানা অনেক বিশাল। ইমাম খোমেনিও তার কবিতায় মানুষকে অনুশোচনার মাধ্যমে সত্যের পথে ফিরে আসার প্রতি উৎসাহিত করেন। কারণ শুধু মুখে মুখে 'আতুবু ইলাল্লাহ' উচ্চারণ করলেই তওবা হয়ে যায় না। এজন্য থাকতে হবে মনের সংযোগ। অনুতাপ ও গুনাহ ত্যাগের ভাবনাই সত্য সুন্দরের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। কবির ভাষায়,

ذرات وجود عاشق روی وبیند * با فطرت خویشتن ثناجوی وبیند

نا خواسته و خواسته، و دل ها همگی * هرجا که نظر کنند در سوی وبیند[২০]

প্রেমিকের অস্তিত্বের অণু পরমাণু তারই চেহারায় দীপ্যমান
সহজাত স্বভাবে তারই প্রশংসা বর্ণনায় মুখর অবিরত।
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সকল অন্তর একইভাবে মিশে আছে
যেদিকে চোখ যায় সর্বত্র যেন তারই অভিমুখে গতিময়।

ঐশীপ্রেমের পরশ

এশকে এলাহির ঐশ্বর্যে চিরায়ত অনুভবের জোয়ার বয়ে যায় মনের গহিনে। সব কলুষতার অবসানে আলোময় হয়ে ওঠে অন্তর। ঐশীপ্রেমের ছোঁয়ায় দ্যুতিময় হয়ে ওঠে জীবন। জাগতিক মোহের কোনো জায়গা থাকে না। এক অনাবিল প্রেমের পরশে মন প্রাণ নেচে ওঠে। হৃদয়ের আঙিনা সুরভিত হয়। অনাগত কালের চিরন্তন সুখের হাতছানিতে এগিয়ে চলে জীবন তরী। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার সৌরভে অন্তর ভরে যায়। বৈষয়িক প্রভাব-প্রতিপত্তি, লোভ-লালসা মাথাচারা দিতে পারে না। নফসের চাহিদাগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে। আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিও প্রবল হয়ে ওঠে।[২১] একমাত্র মহান রবের সন্তোষ লাভের ঐশীভাবনায় মনপ্রাণ আচ্ছন্ন থাকে। সেই দ্যুতিতে জীবন হয়ে যায় উন্নত ও ঐশ্বর্যময়। যেখানে শিরকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সব কাজের অবসান ঘটে। ইমাম খোমেনির কবিতায় উল্লেখ রয়েছে,

آن کس که ره معرفة الله پوید * پیوسته ز هر ذره خدا می جوید

تا هستی خویشتن فرامش نکند * خواهد که ز شرک عطر وحدت بوید[২২]

মহান আল্লাহর মারেফাতের পথে যে চলে
সৃষ্টির প্রতিটি কণায় খোঁজে আল্লাহর নিদর্শন।
নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে মনের গহিন হতে
শিরকের অবসান লাভে মুখরিত হয় তাওহিদের সৌরভে।

উপসংহার

ইমাম খোমেনি রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি একজন প্রতিভাবান ফারসি কবি। তার কবিতায় কোরআনে কারিম, হাদিসে নববি, ইসলামি ঐতিহ্য, আত্মিক পরিশুদ্ধি, বিনয় ও নম্রতা এবং সত্যের অন্বেষা প্রাধান্য পায়। কবিতার পরশে মানুষ নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে সত্যের প্রতি ধাবিত হয়। ন্যায়ের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। সব প্রতিকূলতা জয়ের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। সৃষ্টির রহস্যজাল উন্মোচিত হয়। মানুষের জীবনে মহাজাগতিক ভাবনার দিগন্ত প্রসারিত হয়। পার্থিব লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির অবসান হয়। চিরন্তন ঐশ্বর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দুয়ার একে একে উন্মুক্ত হয়ে যায় তার কবিতার পরশে। মানুষের মননে অভিসার রচনায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ইমাম খোমেনি। তার কবিতার সুরের মাদকতায় নৈতিক মূল্যবোধের চেতনা জাগ্রত হয়। সুন্দর ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন জেগে ওঠে অন্তরের গহীনে। পরকালেও অনাবিল শান্তি লাভের পথ উন্মুক্ত হয়।

তথ্যসূত্র

১ সাঈদ আযারমি, *আবদে সালেহ*, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.) (ঢাকা: আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭), পৃ. ৭।

২ তদেব, পৃ. ৩৫-৪০।

৩ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দফতর, *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, নূর হোসেন মজিদী (অনূ.) (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৬), পৃ. ২৮৪।

৪ *আবদে সালেহ*, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.), পৃ. ১৪।

৫ হামিদ বাসিরাত মানেশ ও ফাতেমা সাদাত যিগমিয়ান, *বাযতাবে মাসায়েলে সিয়াসি ওয়া এজতেমায়ি দার আশআরে ইমাম খোমেনি* (তেহরান: দো ফাসলনামে তারিখ নামে ইনকেলাব, ২০২৩) পৃ. ১০-১১।

[৬] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.) (ঢাকা: রোদেলা, ২০১৮), পৃ. ২৫।
[৭] তদেব, পৃ. ১১।
[৮] তদেব, পৃ. ৮৭।
[৯] তদেব, পৃ. ১২৪।
[১০] ইমাম খোমেনি, *কোরআন বাবে মারেফাতুল্লাহ* (তেহরান: মোআসসেসে ফারহাঙ্গিয়ে কাদরে বেলায়েত, ২০০২), পৃ. ৭।
[১১] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.), পৃ. ১১।
[১২] তদেব, পৃ. ১৩।
[১৩] সূরাহ্ আল-মুমিনূন: ৮।
[১৪] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.), পৃ. ৪৪।
[১৫] তদেব, পৃ. ১১০।
[১৬] সূরাহ্ আল-ফোরকান: ৬৭।
[১৭] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.), পৃ. ১৬৩।
[১৮] সূরাহ্ আল-আরাফ: ১৯৯।
[১৯] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.), পৃ. ১৭০।
[২০] তদেব, পৃ. ১৭১।
[২১] ইমাম খোমেনি, *জেহাদে আকবার ইয়া মোবারেযে বা নাফস* (তেহরান: মোআসসেসে তানযিম ওয়া নাসরে অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৮), পৃ. ৭।
[২২] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.), পৃ. ১৭৪।